ভোরের কাগজ

FEB. 06 2002

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে স্থবিরতা

আবু নোমান সজীব, রাবি থেকে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। বিশেষ বিশেষ দিবসে মিছিল সমাবেশ এবং কদাচিৎ প্রেসরিলিজ দেওয়ার মতো কর্মকাণ্ড ছাড়া তাদের অস্তিত্বই বোঝা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে কাউন্সিল না হওয়ায় নেতৃত্ব সঙ্কটের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেছেন। ফলে অতীতের মতো বিভিন্ন জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে এ সকল সংগঠন তাদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

সূত্রে জানা যায়, ক্যাম্পাসের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের তৎপরতার মুখে বাম ছাত্র সংগঠনসমূহের আধিপত্য ক্রমেই কমে আসছে। ফলে বর্তমান সময়ে এ সকল সংগঠন সম্মিলিতভাবে কোনো কর্মসূচির আয়োজন করলেও এতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মীসমাবেশ হয় না। অন্যদিকে দীর্ঘদিন কাউন্সিল অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবিরের আধিপত্য বিস্তার বাম সংগঠনসমূহে এ স্থবির অবস্থার সৃষ্টি করেছে বলেও অনেকের অভিমত। ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন রাবি শাখার সর্বশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর। সুমনা সরকার ঝুমুরকে সভাপতি এবং মিঠুকে সাধারণ সম্পাদক করে ঐ সময় ২৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। বিগত প্রায় তিন বছর ধরে এ সংগঠনটির কোনো কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় একই কমিটি কোনো রকমে দায়সারাভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। গত বছরের জুন মাসের দিকে একবার ছাত্র ইউনিয়ন রাবি শাখার কাউন্সিল অধিবেশন আয়োজনের চেষ্টা করা হলেও তা আর সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। অন্যদিকে বর্তমানে এ কমিটির অনেক সদস্য তাদের ছাত্রজীবন শেষ করে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে। ফলে ক্যাম্পাসে ছাত্র ইউনিয়ন পূর্বের মতো আর তাদের তৎপরতা বজায় রাখতে পারছে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এক সময়ের ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী সংগঠন জাসদ ছাত্রলীগের অস্তিত্বই এখন টের পাওয়া যায় না। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তাদের কোনো কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়নি। এ সংগঠনটির সক্রিয় কোনো কমিটির অস্তিত্বও ক্যাম্পাসে নেই। এমনকি জাসদ ছাত্রলীগের যেকোনো পর্যায়ের নেতা-কর্মীর খোঁজ পাওয়াও দুষ্কর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৈত্রী ছিল একসময় ন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী ছাত্র সংগঠন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ সংগঠনের তেমন কোনো তৎপরতা চোখে পড়ে না। আশি
দশকে ক্যাম্পাসে মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা
শুরু থেকে একই তালে ধীরে ধীরে এ সংগঠনটি দুর্বল হয়ে পড়ে
ছাত্রমৈত্রী রাবি শাখার সর্বশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯
সালের ৬ ডিসেম্বর। ঐ সময় তারেককে সভাপতি ও আবু
বাশারকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমি
গঠিত হয়। পরবর্তিতে সভাপতি তারেকের ছাত্রত্বের মেয়াদ শে
হয়ে যাওয়ায় সভাপতি নির্বাচিত হলো দেশবাশীষ প্রমাণিক দে
এদিকে দীর্ঘ প্রায় ৪ বছর ধরে কাউন্সিল না হওয়া ও অপরদি
সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ শীর্ষ নেতাদে
ছাত্রত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ক্যাম্পাস ত্যাগ করার ফলে
সংগঠনটি নেতা-কর্মী শূন্য হয়ে পড়ে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশ
অনেকটা নবীন সংগঠন। ১৯৯৯ সালে ক্যাম্পাসে আনুষ্ঠানিকভা
মাসুম রানাকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠনের মাধ্যমে এ সংগঠ
তাদের পথচলা শুরু করে। এক বছরের মাথায় মাসুম রান
ছাত্রত্বের মেয়াদ শেষ হলে ক্যাম্পাস ত্যাগ করার পর আহ্বায়
হিসেবে সুবাদ মোর্শেদ ও সদস্য সচিব হিসেবে মনীষা মাফরু
সংগঠনটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই দীর্ঘ সময়ে ক্যাম্পা
ছাত্র ফেডারেশন তাদের একটি অবস্থান তৈরি করলেও এখন
পর্যন্ত তাদের কোনো আনুষ্ঠানিক কাউন্সিল অধিবেশন হয়নি।

এদিকে ক্যাম্পাসে বাম ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে একম
সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নিয়মিত কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯
সালের পর বিগত বছর নাসির উদ্দিনকে সভাপতি ও সুশা
সিনহাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমি
গঠিত হয়।

বাম সংগঠনসমূহের এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কথা হ
ছাত্রফেডারেশন নেতা মুরাদ মোর্শেদের সঙ্গে। তিনি ভোরে
কাগজকে বলেন, বর্তমান অবস্থায় বাম ছাত্র সংগঠনসমূহের এক
শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে। মৌলবা
শক্তির ক্রম বিকাশ ও প্রশাসনের বিভিন্নমুখী চাপের বিরুদ্ধে শ
আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন এ সক
সংগঠনের নিয়মিত কাউন্সিল করে সংগঠনকে কার্যকরি ক
তোলা।